www.xtrapapers.com

Diploma Programme
Programme du diplôme
Programa del Diploma

Bengali A: literature – Standard level – Paper 1
Bengali A : littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Bengalí A: literatura – Nivel medio – Prueba 1

Wednesday 10 May 2017 (afternoon)
Mercredi 10 mai 2017 (après-midi)
Miércoles 10 de mayo de 2017 (tarde)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of the guiding questions provided.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

Instructions destinées aux candidats

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez une analyse littéraire dirigée d'un seul des passages. Les deux questions d'orientation fournies doivent être traitées dans votre réponse.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est de **[20 points]**.

Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de orientación en su respuesta.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.

2217 – 0023
© International Baccalaureate Organization 2017

International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

www.xtrapapers.com

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটির** সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (গাইডেড লিটেরারি অ্যানালিসিস্) কর। উত্তরটির জন্য অবশ্যই রচনার নিচে দেওয়া সহায়ক প্রশ্নদুটিকে রূপরেখা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে৷

1.

আমি একজন অতিশয় সাধারণ যুবক। আমার জীবনে কোনো কল্পনার প্রসার নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ। মার্চেন্ট অপিসে চাকরি করছিলাম। মামার মৃত্যুতে সামান্য কিছু টাকার অধিকারী হয়ে বসলাম। মামা অবিবাহিত ছিলেন—আমি তাঁর একমাত্র ভাগ্নে—এবং অত্যন্ত প্রিয় আমাকে হতেই হবে, কেননা আমার মতো ছেলেরা স্বভাবতই স্তিমিত হয়, গুরুজনদের ভক্তি করে, এবং পাঁচজনের মনরক্ষার জন্য নিজের সর্বনাশ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মামার সামনে সিগারেট খেতুম না, মাথা আঁচড়াতাম না, দাড়ি কামাতাম না—মামা আজকালকার দিনের সঙ্গে আমার তুলনা করে খুশিতে অস্থির হয়ে যেতেন। সে জন্যই বোধহয় তাঁর লাইফ-ইনসিওরেন্সের পলিসি আমার নামেই সাইন করে রেখেছিলেন। একটু অসময়ে মরলেন তিনি, এবং তাঁর পাঁচ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সের অধিকারী আমাকেই হতে হলো। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম? বরং টাকাগুলো নিয়ে কী করবো তাই ভেবেই আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলো—অবশেষে একটি বড়ি কিনে ফেললুম আমি। পাঁচ হাজার টাকায় কলকাতার মতো জায়গায় যে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে এমন কল্পনাও আমি করিনি, কিন্তু পাওয়া গেলো। মামার টাকাটাও যেমন আমার পক্ষে দৈব, বাড়িটিও তেমনি দৈব্যের দয়া বলেই আমি মেনে নিলুম। আসলে বাড়িটির যিনি মালিক, তিনি বোধহয় কোনো কৌশলেই বাড়িটি আপন করায়ত্ত করেছিলেন, আর বাড়িটির প্রতি কী যেন কেন তাঁর একটা প্রগাঢ় বৈরাগ্য দেখতে পেলুম—ও যেন হাতছাড়া করতে পারলেই তিনি রক্ষা পান, এ রকমই তাঁর মনের ভাব। পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজারই সই। আমার সুবিধে হয়ে গেলো।

বাড়িটি ছোটো, কিন্তু বড়ো সুন্দর। চারপাশে একটু একটু জমি—আগাছার জঙ্গলে ভর্তি—তার মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো নানা রংয়ের বুনো ফুল। দেয়াল ঘেঁষে একটি লম্বা লিচু গাছ। আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মাত্রই তিন খানা ঘর, তবুও ঘুরে ঘুরে দেখতে আমার অনেক সময় লাগলো। আমিই যে এই বাড়ির মালিক এ কথা আমি এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারলুম না। আমার বাড়ি, একান্তই আমার, এ কথাটা যেন আমার বুকের মধ্যে গুনগুন করতে লাগলো। আমি মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে একটা স্বপ্নের আবেশ অনুভব করলুম। আমি দেখতে পেলুম কোনো একটি সলজ্জ শঙ্কিত আলতাপরা পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ি যেন ভরে উঠেছে। এতদিনে মনে হলো আমার বিবাহ করা দরকার৷

আমি থাকতুম আমার এক দূর সম্পর্কীয়ের বাড়ি। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার এই দশা। কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনো চালাবার মতো সংস্থান আমার ছিলো না। কেননা আমার বাবা আমার শৈশবেই মারা যান এবং মার সামান্য কিছু গহনা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো মূলধন ছিলো না। অতএব টিউশনি করে হাতখরচ আর পড়ার খরচ চালানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু মেসের খরচ পোষাতো না। প্রথমবার এসে এক পিসতুতো বোনের বাড়ি ছিলুম, তারপর জ্যাঠতুতো কাকার—তারপর বর্তমানে মাসির দেওরের বাড়ি। এখন চাকরি করি, মেসে থাকতে পারতুম কিন্তু এ ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। খরচ অবিশ্যি দিতুম।

www.xtrapapers.com

মামা মিলিটারিতে কাজ করতেন, মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসতেন আমাদের দেখে যেতে—আমার নম্রতায় মুগ্ধ হতেন, আর তারপর তো এই ফল। আমার আর একদিনও দেরি করতে ইচ্ছে করলো না। সবাই আমার বোকামিতে অবাক হলো। সবাই বললো, বাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে ভাড়া দাও, মোটা ভাড়া পাবে। আমার মন মানলো না। কী হবে অত টাকা দিয়ে। চিরকালই তো এর তার বাড়ি কাটলো। নিজের বাড়িতে নিজে থাকবো, এ আমার কতকালের স্বপ্ন, এই একটা ছোটো আকাঙ্ক্ষাকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। মাকে চিঠি লিখে দিলাম দেশে। তারপর সামান্য একটু চুনকাম করিয়েই নিজের অতি স্বল্প সম্পত্তি—একটা ট্রাঙ্ক আর একটা সুটকেশ—নিয়ে একদিন সকালবেলা এসে উঠলাম এ বাড়িতে। রবিবার ছিলো। সামনেই চায়ের দোকানে জলযোগ সেরে দুপুরবেলা ঘুরে ঘুরে দুটো একটা জিনিস কিনে আনলুম—একটা চাকরের ব্যবস্থা করে এলুম—একটা ক্যাম্প খাট পর্যন্ত। একটা কুঁজো—দুটো কাচের গ্লাস—মনে করে করে সংসারের টুকিটাকি শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই এনেছিলুম মনে আছে। কোণের ঘরের দক্ষিণের জানলা ঘেঁষে খাটটি পাতা হলো। কুলিটাকে বকশিস দিয়ে বিছানা পাতিয়ে নিলুম। রাস্তার কল থেকে এক কুঁজো জলও এনে দিলো। এবার আমি হাত-পা ছড়ালুম বিছানার উপর। নিস্তব্ধ দুপুর—লিচু গাছটা হাওয়ায় কাঁপছিলো—জানালা খুলে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার যে কী ভালো লাগলো। লিখতে জানি না, নইলে সমস্ত দুপুর বসে-বসে কবিতা লিখতুম।

প্রতিভা বসু, *স্বনির্বাচিত সেরা বারো* (২০০১)

(ক) উপরোক্ত অংশে কোন কোন সাহিত্যিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু বা যুক্তিগুলিন তোমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে?

(খ) লেখিকা বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে কিভাবে তাঁর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।

www.xtrapapers.com

2.

তোমাকে কবিতা

কবিতা তুমি যখন এসেইছ এত দিন পর
থাকো না, আরও কয়েকটা দিন।
তোমার জন্য শীতলপাটিও নেই
আর ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাসও।
আমার এই সাত ফুট বাই আট ফুট ঘরে
আছে শুধু একটা রংচটা খোলা জানালা।
তোমার হয়তো কষ্ট হবে কবিতা,
তবুও একটু সময় থাকো না তুমি।
আনব আমরা বোশেখেও
অবিশ্রান্ত হাসির বৃষ্টি
পোড়া দিনের শেষে।
স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালটাকে বোকা বানিয়ে
আলকাতরা লাগানো দরজার ফাঁক দিয়ে
চুরি করে দেখতে আসবে আমাদের
ভোরের এক চিলতে রোদ,
শুরু হবে আমাদের সংগ্রামের দিন।
বর্ষায় টিনের চাল
শোনাবে আমাদের মোজার্ট*।
উত্তুরে বাতাস বিরক্ত করতে আসবে
যখন, ফাঁক ফোঁকর দিয়ে,
উষ্ণতা নেব তোমার থেকে
কবিতা।
তোমাকে আমি ঘটা করে
বরণ করে আনতে পারিনি,
তাই বারণ করার অধিকার পাইনি।
কবিতা তোমাকে কিভাবে বোঝাব
আমার যে ভীষণ দরকার তোমাকে,
কবিতা…

মিতালি মুখার্জী, *মন মিছিল শব্দ পথ* (২০১৫)

(ক) উপরোক্ত কবিতায় কবিতা এবং ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

(খ) উপরোক্ত কবিতার কাব্যিক কাঠামো কিভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে?

---

* মোজার্ট: ১৮ শতকে ইউরোপের বিখ্যাত সঙ্গীতকার